ইউনিট
২

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
Scientific Status of Sociology

সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য শাখা। সমাজকে কেন্দ্র করেই সমাজবিজ্ঞান আবর্তিত। সমাজ অধ্যয়নের মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সমাজ অধ্যয়ন এ শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। বস্তুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান ব্যতীত সমাজবিজ্ঞান আজকের এ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারত না। সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে গবেষণা, তথ্যানুসন্ধান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তত্ত্ব গঠন, সাধারণীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকেই সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা অর্জন করেছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : বিজ্ঞানের ধারণা এবং সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
পাঠ-২.২ : গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া
পাঠ-২.৩ : সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি : সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি
পাঠ-২.৪ : ঘটনা অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ-২.৫ : জরিপ পদ্ধতি এবং পিআরএ।

পাঠ-২.১ বিজ্ঞানের ধারণা এবং সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
Concept of Science and Scientific Status of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা।

বিজ্ঞানের ধারণা

সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা তা বিশ্লেষণের পূর্বে জানা প্রয়োজন, বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Science যা ল্যাটিন শব্দ Scientia থেকে এসেছে। Scientia শব্দের অর্থ হলো to know বা জানা। সাধারণভাবে বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান যা কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জন করতে হয়। সুসংবদ্ধ অনুশীলনের বিষয়বস্তুকেই বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানকে ধারাবাহিক জ্ঞানের সমষ্টিও বলা হয়। বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় Manheim বলেছেন, Science is an objective, accurate, systematic analysis of a determinate body of empirical data, in order to discover recurring relationships among phenomena. (বিজ্ঞান হলো অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ, সঠিক, নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ যা বিভিন্ন ঘটনাসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক আবিষ্কার করে।) বস্তুত বিভিন্ন ঘটনাবলির পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষ জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো বর্ণনা (deseription), ব্যাখ্যা (explanation), পূর্বাভাস (prediction) এবং নিয়ন্ত্রণ (control) করা। বিজ্ঞানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন: বিজ্ঞান নিয়মতান্ত্রিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান; বিজ্ঞান সাধারণ ঘটনাবলির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে; বিজ্ঞান তত্ত্ব গঠন, তত্ত্বের উন্নয়ন এবং পুনঃপরীক্ষণের মাধ্যমে তত্ত্ব সংশোধন করে থাকে। সর্বোপরি বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম। যেকোনো শাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতে হলে এসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে।

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সমাজ। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এর আলোচ্য বিষয়, গৃহীত গবেষণা পদ্ধতি এবং তত্ত্বের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণার বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। সামাজিক গবেষণায় সমাজবিজ্ঞান যেসব বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলো হলো:

১। সমস্যা নির্বাচন (Selection of problem);
২। পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ (Observation and data collection);
৩। তথ্যের বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাস (Analysis and Classification of data);
৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন (Formulation of hypothesis based on collecting data) এবং
৫। ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction)।

গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানের আরো কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা উপাদান রয়েছে যার ভিত্তিতে এ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়। যেসব বৈশিষ্ট্য, উপাদান বা যুক্তির আলোকে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হয় তা হচ্ছে:

১। বিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে: বিজ্ঞানের যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেও সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। সর্বজনীন (Universal), কারণিক (Causal) এবং অভিজ্ঞতা (Empirical)—এ তিনটিকে বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানেও এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণায়, তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যকারণ সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

২। বিজ্ঞানের পূর্বশর্তের ভিত্তিতে: বিজ্ঞানের বিভিন্ন পূর্বশর্ত সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সমাজ। সমাজ একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান। এখানে রয়েছে নিয়ম-শৃঙ্খলা। এর মূলনীতি ও তত্ত্বের সারল্য ও স্বাভাবিকতা যেমন রয়েছে, তেমনি এখানে কার্যকারণ সম্পর্কে মূলতত্ত্ব এবং সামাজিক ঐক্যের মূলনীতির বিষয়টিও অনস্বীকার্য। অর্থাৎ সমাজও এখানে প্রকৃতির একটা অংশ এবং প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও পূর্বশর্তের অধিকারি। এ সমাজ নিয়ে আবর্তিত হবার ফলে অন্যন্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানও একটি স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞান।

৩। শৃঙ্খলা ও প্রণালীবদ্ধতার ভিত্তিতে: বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন বা গবেষণা। সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। কেননা, সমাজবিজ্ঞান সমাজকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে (Systematically) অধ্যয়ন করে। আনুষ্ঠানিক সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের আগেও সমাজ সম্পর্কে অনেক অধ্যয়ন ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু তাকে 'বিজ্ঞান' বলে দাবি করা হয়নি। কেননা সমাজতাত্ত্বিক সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও বস্তুনিষ্ঠ ছিল না। তাই শৃঙ্খলা, প্রণালীবদ্ধতা ও বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক সমাজবিজ্ঞান অবশ্যই বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা।

৪। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে : বিজ্ঞান একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া বিজ্ঞানের কোন ভিত্তি নেই, মূল্য নেই। সমাজবিজ্ঞানেও বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামাজিক ঘটনাবলি অনুধাবনের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মূল্য দেয়া হয়। অনেক সমাজবিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা করে থাকেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানমনস্কতা প্রমাণিত হয়।

৫। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে : বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক ঘটনা, সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান যে সব বিষয়ে আলোচনা-গবেষণা করে সেখানে অনিবার্যভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। যেমন— দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সন্ত্রাস ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করে। সুতরাং বিজ্ঞানের এ বৈশিষ্ট্যটিও সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানমনস্কতা দান করেছে।

৬। সর্বজনীনতার ভিত্তিতে: সর্বজনীনতার ভিত্তিতেও সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চুম্বক কিংবা গণিতের সূত্র যেমন সর্বজনীন, তেমনি পারিবারিক অশান্তি ও অসংগতি সমাজে কিশোর অপরাধের মত বাস্তবতাও সর্বজনীন।

৭। **বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তিতে:** বিজ্ঞানের অন্যতম মূল ভিত্তি হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠতা। সমাজবিজ্ঞানে বস্তুনিষ্ঠতার গুরুত্ব অনেকখানি। এর যে কোনো আলোচনা, গবেষণা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ হওয়া অপরিহার্য। এদিক থেকেও সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদার পক্ষে পাঁচটি যুক্তি দিন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান যা কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জন করতে হয়। সুসংবদ্ধ অনুশীলনের বিষয়বস্তুকেই বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানকে ধারাবাহিক জ্ঞানের সমষ্টিও বলা হয়। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণার বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানের আরো কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা উপাদান রয়েছে যার ভিত্তিতে এ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিজ্ঞান কী?

(ক) ধারাবাহিক জ্ঞানের সমষ্টি (খ) শৃঙ্খলার উন্নয়ন (গ) ভাববাদের উন্নয়ন (ঘ) বস্তুবাদের উন্নয়ন

২। সামাজিক গবেষণায় সমাজবিজ্ঞান কয়টি পদক্ষেপ মেনে চলে?

(ক) চারটি (খ) পাঁচটি (গ) ছয়টি (ঘ) তিনটি

পাঠ-২.২ গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
Scientific Method in Research

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা

যেকোনো বিজ্ঞানের সফলতা নির্ভর করে তার অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে তত্ত্ব নির্মাণের উপর। যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। সাধারণভাবে বলা হয়, গবেষণায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এখানে সুনির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। একজন গবেষক তার গবেষণায় কোন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা কৌশল অনুসরণ করবেন তা গবেষণার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং গবেষকের দক্ষতার উপর।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংজ্ঞায় Phillips বলেন, The scientific method is a problem-solving process which involves: (a) creating theory (b) using data to verify theory and (c) creating more profound explanations and accurate predictions of phenomena. (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে তত্ত্ব তৈরি, তত্ত্ব নিরীক্ষায় তথ্যের ব্যবহার এবং অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ঘটনার পূর্বানুমানের সঙ্গে জড়িত)।

Barry F. Anderson বলেন, The scientific method is here defined as the following set of rules for describing and explaining phenomena: operational definition, generality, controlled observation, repeated observation, confirmation and consistency (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ঘটনার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার লক্ষ্যে কতিপয় বিধিমালা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন: কার্যকরী সংজ্ঞা, সাধারণতা, নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, পুন:পর্যবেক্ষণ, নিশ্চিতকরণ এবং সংগতিবিধান)।

বস্তুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণগত প্রভাব ও কার্যকারিতার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহ হলো প্রস্তাবিত জ্ঞানের উৎপাদন, রূপান্তর ও সমালোচনার সাংস্কৃতিক রীতি।

সমাজবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কার্যপ্রণালীর প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, পরিপ্রেক্ষিত, ব্যবহৃত কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি প্রভৃতি গবেষণার কার্যপ্রণালীতে প্রভাব বিস্তার করে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে এর সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। কার্যকর পদ্ধতি ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎকর্ষ অসম্ভব। এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল:

১। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক;
২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের বিষয় সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্ত গঠন করা হয়;
৩। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়মতান্ত্রিক এবং যাচাইযোগ্য;
৪। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রায়োগিক সাফল্য বিষয়গত যথার্থতা তুলে ধরে;
৫। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমস্যাকে চিহ্নিত করে এবং সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান করে;
৬। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথ্য-উপাত্ত এবং যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে উপসংহারে পৌঁছাতে সাহায্য করে;
৭। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে বাস্তবতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে;

৮। গবেষণায় কার্যকর নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রত্যয়গত ও তাত্ত্বিক কাঠামোর সহায়তা প্রদান করে;
৯। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে অনুমান ও পূর্বধারণা প্রদান করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি;
১০। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রণীত অনুসিদ্ধান্ত আরোহমূলক উপায়ে পর্যবেক্ষণ ও পুন:পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

গবেষণায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এখানে সুনির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যেকোনো বিজ্ঞানের সফলতা নির্ভর করে তার অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে তত্ত্ব নির্মাণের উপর। যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গবেষণা করে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। বস্তুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণগত প্রভাব, তত্ত্ব নির্মাণ, সাধারণীকরণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের সক্ষমতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। এজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা হচ্ছে সবেচেয়ে কার্যকর উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী নির্দেশ করে?
(ক) একটি অনুশীলনকে (খ) একটি প্রক্রিয়াকে
(গ) একটি পদ্ধতিকে (ঘ) একটি রীতিকে

২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় কোনটি?
(ক) ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক (খ) বস্তুনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক
(গ) অনুসিদ্ধান্ত প্রণয়ণ করে (ঘ) নিয়মতান্ত্রিক এবং যাচাইযোগ্য

৩। বিজ্ঞানের সফলতা কিসের উপর নির্ভর করে?
(ক) তথ্যেও উপর (খ) পূর্বঘোষণার উপর
(গ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর (ঘ) তত্ত্বের উপর

পাঠ-২.৩ সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি : সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি

Some Research Methods used in Sociology : Qualitative and Quantitative Method

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন;
- সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির সুবিধাবলি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে পারবেন;
- সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি।

সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি

সামাজিক গবেষণায় সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির বহুলব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গবেষণার বিষয়, ধরন, বৈশিষ্ট্য, তথ্যের পর্যাপ্ততা, গবেষকের দক্ষতা, সময়, অর্থ ইত্যাদি বিবেচনা করে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। মোটাদাগে সংখ্যাত্মক পদ্ধতিকে পরিসংখ্যানমূলক এবং গুণাত্মক পদ্ধতিকে বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে মনে করা হয়। বস্তুত সামাজিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল এবং তথ্যের ধরন, প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি নিরূপণ করা হয়।

সংখ্যাত্মক পদ্ধতি

সংখ্যাত্মক গবেষণায় বিভিন্ন চলকের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে তত্ত্বীয় অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা হয়। এ পদ্ধতিতে ঘটনার সাধারণীকরণ করা হয় চলকের মাধ্যমে। তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। সংখ্যাত্মক পদ্ধতির কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) রয়েছে। তা হলো বিভিন্ন ধরনের জরিপ (Survey), প্রশ্নমালা জরিপ বা সাক্ষাৎকার (Questionnaire Survey or Interview), সহ-সম্পর্ক (Correlation), প্রবণতা বিশ্লেষণ (Trend Analysis) ইত্যাদি।

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যবলি

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যবলি নিম্নরূপ:

১। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে চলকভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়;
২। এ পদ্ধতিতে যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়;
৩। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে সমগ্রকের পরিমাণ অধিক হলে লেখচিত্রের মাধ্যমে এর পরিসংখ্যানিক প্রকাশ করা হয়;
৪। সারণি, গ্রাফ, আয়তলেখ প্রভৃতির সাহায্যে তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সংখ্যাত্মক পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য;
৫। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে গবেষক নির্দিষ্ট বিষয়ে পুনরায় গবেষণার সুযোগ পান;
৬। এ পদ্ধতিতে তথ্যের ভিত্তিতে ফলাফল যাচাই করে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের সুযোগ রয়েছে;
৭। আধুনিক কৌশল প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক তথ্য (Primary data) সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার যায়।

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সুবিধাবলি

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন: ক) সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণায় সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায়, খ) দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, গ) তথ্য বিশ্লেষণে অপেক্ষাকৃত কম সময় ব্যয় হয়, ঘ) বৃহৎ সমগ্রক নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, ঙ) গবেষক স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান, চ) গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাধারণীকরণ করা যায়, ছ) এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি জ) প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির উল্লিখিত সুবিধার বিরপীতে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন: (ক) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না, খ) উত্তরদাতার মতামতের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটে না, গ) উত্তরদাতার উপর তথ্য সংগ্রহকারীর তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

গুণাত্মক পদ্ধতি

গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে সংখ্যার গুরুত্ব কম। এখানে উত্তরদাতার বিস্তারিত মতামত নেওয়া হয়। এ ধরনের পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর গভীরভাবে খোঁজা হয়। গুণাত্মক গবেষণায় পূর্বনির্ধরিত কোনো ফলাফল থাকে না। গুণাত্মক পদ্ধতিতে গবেষণাধীন বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন ও চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। গুণাত্মক পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য কৌশলগুলো হচ্ছে: অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participatory Observation), গভীর বা বিস্তারিত সাক্ষাৎকার (In-depth Interview), ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussion- FGD), ঘটনা পর্যালোচনা (Case study), পিআরএ ইত্যাদি।

গুণাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যবলি

গুণাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। গুণাত্মক পদ্ধতিতে বাস্তব জগত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়;
২। এ পদ্ধতিতে তথ্য অনুসন্ধানের সুযোগ ও প্রক্রিয়া উন্মুক্ত থাকে;
৩। এখানে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন ব্যবহার করা হয়;
৪। গুণাত্মক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়;
৫। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়;
৬। এটি আরোহমূলক (Inductive) বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সংমিশ্রণ করে;
৭। গুণাত্মক পদ্ধতিতে ঘটনার বিশ্লেষণে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic Approach) প্রয়োগ করা হয়;
৮। এখানে বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়;
৯। গুণাত্মক পদ্ধতিতে গবেষকের নিজস্ব বিশ্লেষণের প্রতিফলন থাকার সম্ভাবনা থাকে।

গুণাত্মক পদ্ধতির সুবিধাবলি

গুণাত্মক পদ্ধতির কতিপয় সুবিধা রয়েছে। যেমন: ক) উন্মুক্ত প্রশ্নের কারণে গুণাত্মক পদ্ধতিতে ঘটনা উদ্ঘাটন সহজতর হয়, খ) বিস্তারিত তথ্যের মাধ্যমে সাধারণীকরণ সম্ভব হয়, গ) তথ্য পরীক্ষণের সুযোগ থাকে, ঘ) এ পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ সম্ভব, ঙ) সংশ্লিষ্ট সবার নিকট থেকেই তথ্য সংগ্রহের সুযোগ থাকে, চ) উত্তরদাতাগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে, ছ) অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

গুণাত্মক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

গুণাত্মক পদ্ধতির সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। এগুলো হচ্ছে: ক) গুণাত্মক পদ্ধতিতে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম বেশি হয়, খ) ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা থাকে যা বস্তুনিষ্ঠতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে, গ) গুণাত্মক গবেষণায় সাধারণীকরণ কষ্টসাধ্য হয় এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব হয় না।

সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নের সারণিতে পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হল:

ক্রমিক#	সংখ্যাত্মক পদ্ধতি	গুণাত্মক পদ্ধতি
১.	আবদ্ধ প্রশ্ন নির্ভর	উন্মুক্ত প্রশ্ন নির্ভর
২.	অবরোহমূলক (Deductive)	আরোহমূলক (Inductive)
৩.	পরিসংখ্যানিক পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়	বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনামূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়
৪.	ঘটনা সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে চায়	ঘটনার সমূল উদ্ঘাটন করতে চায়
৫.	তথ্য সংগ্রহ কৌশল কঠোরভাবে পালন করা হয়	তথ্য সংগ্রহ কৌশলে নমনীয়তা থাকে

৬.	বস্তুনিষ্ঠ (Objective)	অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতমূলক (Subjective)
৭.	মূল্যবোধ বিযুক্ত	মূল্যবোধ আরোপিত
৮.	বেশি মাত্রায় সারণি ও চিত্র প্রদর্শন করা যায়	চিত্র ও সারণির ব্যবহার কম
৯.	কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়	আংশিক পাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজ সর্ম্পকিত গবেষণায় সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয় পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে কোন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির পাঁচটি পার্থক্য চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক গবেষণায় সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির বহুলব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গবেষণার বিষয়, ধরন, বৈশিষ্ট্য, তথ্যের পর্যাপ্ততা, গবেষকের দক্ষতা, সময়, অর্থ ইত্যাদি বিবেচনা করে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। মোটাদাগে সংখ্যাত্মক পদ্ধতিকে পরিসংখ্যানমূলক এবং গুণাত্মক পদ্ধতিকে বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে মনে করা হয়। বস্তুত সামাজিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল এবং তথ্যের ধরন, প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি নিরূপণ করা হয়। সংখ্যাত্মক গবেষণায় বিভিন্ন চলকের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে তত্ত্বীয় অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা হয়। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে সংখ্যার গুরুত্ব কম। এখানে উত্তরদাতার বিস্তারিত মতামত নেওয়া হয়। গুণাত্মক পদ্ধতিতে গবেষণাধীন বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন ও চিহ্নিতকরণ সহজ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংখ্যাত্মক পদ্ধতির অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে–

(ক) জরিপ (খ) গবেষণার পরীক্ষণ

(গ) এফজিডি (ঘ) গ্রন্থাগার অধ্যয়ন

২। 'অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ' কোন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি?

(ক) সংখ্যাত্মক (খ) গুণাত্মক

(গ) পরীক্ষণমূলক (ঘ) ঘটনা অনুসন্ধান

এককথায় উত্তর দিন

৩। কোন পদ্ধতিতে চলকভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়?

৪। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic Approach) কোন গবেষণা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য?

পাঠ-২.৪ ঘটনা অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
Case Study and Direct Participatory Observation Method

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির পদ্ধতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি (Case Study Method)

যখন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হয় তাকে ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে। সমাজবিজ্ঞানে একজন গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো ব্যক্তির যাবতীয় আচরণ, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, মতামত, অভিযোজন কৌশল জানার চেষ্টা করেন। ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনার গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে অর্ন্তনিহিত বিষয়াবিলর বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

Burgess এর মতে, ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি হলো সামাজিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র। (Case study method is the social microscope)। **Young** বলেছেন, ঘটনা অনুসন্ধান হলো সামাজিক এককের জীবনধারা উদঘাটন ও বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি। এই একক একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি দল অথবা একটি পুরা সম্প্রদায় হতে পারে। (Case study is a method of exploring and analysing the life of a social unit- be that unit a person, a family, institution, culture-group, or even an entire community.) **Kothari** বলেছেন, ঘটনা অনুসন্ধান একটি পদ্ধতি যা ব্যাপ্তির চেয়ে গভীর বিষয় অধ্যয়ন করে। (Case study is a method of study in depth rather than breadth…).

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি সমাজ গবেষণার বর্ণনামূলক, তথ্য উদঘাটনমূলক এবং অনুসন্ধানমূলক একটি কৌশল।

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি, ঘটনা, অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করা যায়। এ পদ্ধতিতে নমুনায়নের প্রয়োজন হয় না। গবেষণা একক সম্পর্কে নবতর ধারণা পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে গবেষকের অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারণ এবং তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। গবেষকের পর্যবেক্ষণ সক্ষমতাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তোলে। ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে গবেষকের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এ পদ্ধতিতে সাধারণীকরণ দুরূহ। ঘটনা অনুসন্ধানে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে অল্প তথ্য সংগৃহীত হয়। এখানে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়। সংখ্যাত্মক উপাত্তের ঘাটতি থাকে। এ পদ্ধতিতে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঘটনার সামগ্রিকতা বজায় রেখে গবেষণা চালানো প্রায় অসম্ভব।

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Direct Participatory Observation Method)

সামাজিক গবেষণায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। যে গবেষণায় গবেষক কোনো বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সেখানে অবস্থান করে তাদের নিত্যকার আচার আচরণ, রুচি-মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনধারা আয়ত্ত করে নিজ গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন তাই হলো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে এ পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন:

Phillips তাঁর সংজ্ঞায় বলেন, এটা এমন এক পদ্ধতি যাতে গবেষক সামাজিক ঘটনাবলির অংশ হিসেবে তথ্য লিপিবদ্ধ এবং সংগ্রহ করেন। (A method of data collection in which the researcher notes and records ongoing social phenomena with his own behavior constituting past of the phenomena)। **Wax** এর মতে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সেই ধরনের গবেষণাকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে অনুসন্ধানকারী নির্দিষ্ট দলের একজন সদস্য হিসেবে গবেষণার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হন। (Participant observation method refers to those forms of research in which the investigator devotes himself to attaining some kind of membership in or close attachment to an alien exotic group that he wishes to study.)

পরিশেষে বলা যায়, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক গবেষণাধীন এলাকায় অবস্থান করে উত্তরদাগণের জীবনরীতি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন।

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

গবেষক যখন কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তার বিস্তারিত অনুধাবনে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতিতে গভীর তথ্যানুসন্ধান করতে পারে। সমাজ নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এধরনের পদ্ধতির আশ্রয়ে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক গবেষণা এলাকা ও গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন। সমাজ বাস্তবতার অনেক সূক্ষ্ম বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিতে গবেষক কোনো দল বা সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। ফলে গবেষক নির্দিষ্ট দল বা সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। এতে গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। কোনো সামজিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য দীর্ঘসময় অবস্থান করার প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে গবেষকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে। পর্যবেক্ষণ ও গবেষকের আবেগ অনুভুতি মিলে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য লিপিবদ্ধ হবার আশংকা থাকে। অনেক সময় পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণের তুলনায় নতুন কিছু আবিষ্কার করার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, যখন গবেষক নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অবস্থান করে তাদেরই একজন সদস্য হয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন তাকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে। এ ক্ষেত্রে একজন গবেষক দক্ষ এবং সচেতন হলে তার পক্ষে এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির পাঁচটি সুবিধা লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খর অনুসন্ধানকে ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে। ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনার গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে নমুনায়নের প্রয়োজন হয় না। গবেষণা একক সম্পর্কে নবতর ধারণা পাওয়া যায়।

অন্যদিকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যেখানে গবেষক কোনো বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সেখানে অবস্থান করে তাদের নিত্যকার আচার আচরণ, রুচি-মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনধারা সম্পর্কে নিজ গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এ পদ্ধতিতে গভীর তথ্যানুসন্ধান করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন পদ্ধতিকে সামাজিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র বলা হয়েছে?

(ক) জরিপ পদ্ধতি (খ) গুণাত্মক পদ্ধতি (গ) এফজিডি (ঘ) ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি

২। 'প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি'র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) এটি সংখ্যাত্মক গবেষণা (খ) স্বল্প সময়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহকরা যায়

(গ) নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে অবস্থান করা (ঘ) নির্দিষ্ট ঘটনার গভীর অনুসন্ধান

পাঠ-২.৫ জরিপ পদ্ধতি এবং পিআরএ
Survey Method and PRA

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জরিপ পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন;
- জরিপ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পিআরএ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	জরিপ পদ্ধতি, পিআরএ ।

জরিপ পদ্ধতি (Survey Method)

'জরিপ' শব্দের অর্থ হলো কোন কিছু সরজমিনে পরিমাপ বা নিরূপণ করা। 'সামাজিক জরিপ' অর্থ হলো সামাজিক বিষয়াবলির সরজমিনে তথ্য সংগ্রহ করা। সামাজিক জরিপ বর্ণনামূলক ও তথ্য উদ্‌ঘাটনমূলক প্রক্রিয়া অনসুরণ করে। সমাজবিজ্ঞানে এ পদ্ধতি অনুসিদ্ধান্ত গঠন, তত্ত্ব নির্মাণ এবং সাধারণীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি আর্থ-সামাজিক নানাবিধ বিষয়বস্তুর একটি বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করে। নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সামাজিক জরিপ সমাজের বাস্তব চিত্র উদঘাটন, বর্ণনা ও বিশ্লেষণে সহায়তা করে। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে জরিপ পদ্ধতির সংজ্ঞায়ন করেছেন। যেমন:

Wells তাঁর সংজ্ঞায় বলেন, সামাজিক জরিপ হচ্ছে, বাস্তব ঘটনার অনুসন্ধান যা প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য ও সাম্প্রদায়িক জীবনের প্রকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে।

Bailey তাঁর সংজ্ঞায় বলেন, জরিপ হলো তথ্য সংগ্রহের কৌশল যা নমুনায়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর গ্রহণ করা হয়। (Survey is a data collection technique that asks questions of a sample of respondents generally at a single point in time either with a self - administered questionnaire or as interviewer.)

সুতরাং জরিপ পদ্ধতি হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো এলাকার জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিত্বশীল (নমুনায়িত) অংশের বৈশিষ্ট্য, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসহ যেকোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া। সঠিক তথ্যের উপরই জরিপের সফলতা ও কার্যকারিতা নির্ভরশীল।

সাধারণভাবে জরিপ হচ্ছে দুই প্রকার। যথা ক) নমুনা জরিপ (Sample survey) এবং খ) পূর্ণ গণনামূলক জরিপ (Complete enumeration survey)। নমুনা জরিপে সমগ্রক থেকে নির্বাচিত বা নমুনায়িত উত্তরদাতাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন দুর্নীতির প্রকোপ অনুসন্ধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাছাইকৃত সীমিতসংখ্যক সরকারি সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ। সমগ্রক জরিপ হচ্ছে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। এখানে উত্তরদাতা নির্বাচন বা নমুনায়ন করা হয় না। যেমন আদম শুমারি।

জরিপ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

আধুনিক সমাজ গবেষণায় বিভিন্ন বিষয়ে জরিপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। জরিপ পদ্ধতি যেকোনো সমস্যা সম্পর্কে সার্বিকভাবে জানতে সহায়তা করে। গবেষণায় তুলনামূলক অনুসন্ধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিত করা যায় এবং বহুলাংশে তা নির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয়। উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে কম খরচে তথ্য সংগ্রহ ও সমগ্রক সম্পর্কে সাধারণীকরণ সম্ভব হয়।

জরিপ পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা থাকলেও এর কতিপয় সীমাবদ্ধতাও লক্ষ করা যায়। সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গভীরতা কম। অনেক সময় জনগণের প্রকৃত মতামতের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না । উত্তরদাতার সাড়া প্রদানের উপর গবেষকের তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অনেক সময় অপ্রত্যাশিত জটিলতা তৈরি হতে পারে।

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ নিরূপণ পদ্ধতি (Participatory Rural Appraisal- PRA)

সাম্প্রতিক সামাজিক গবেষণায় পিআরএ একটি বহুলব্যবহৃত পদ্ধতি। পিআরএ- এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Participatory Rural Appraisal (PRA) অংশগ্রহণমূল গ্রামীণ সমীক্ষা/নিরূপণ। এ পদ্ধতির পূর্বতন ভার্সন হল দ্রুত গ্রামীণ সমীক্ষা বা Rapid Rural Appraisal (RRA)। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবহেলিত মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রেরণা থেকে বিখ্যাত গবেষক রবার্ট চেম্বার এ পদ্ধতির উদ্ভব করেন। শহর কিংবা গ্রাম যেকোনো স্থানের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ খুব কম। পিআরএ- এর মাধ্যমে এসব অবহেলিত মানুষকে উন্নয়নের অংশীদার করা হয়। তাদের সাথে আলোচনা, তাদের মতামত গ্রহণ সর্বোপরি তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ ধারণা থেকেই বা অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা নামকরণ করা হয়। মূলত আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উন্নয়ন সহযোগী এবং উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) পিআরএ প্রদ্ধতি প্রয়োগ করে আসছে। তাদের মাধ্যমেই পিআরএ নামটি বহুলপ্রচার লাভ করে। বিদগ্ধজনেরা বিভিন্নভাবে পিআরএ- এর সংজ্ঞায়ন করেছেন। যেমন:

McGracken *et.al* বলেন, PRA as a semi-structured activity carried out in the field, by a multi-disciplinary team and designed to quickly acquire new information on, and new hypothesis about rural life. তবে পিআরএ এর প্রচার ও প্রসারে যাঁর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন Robert Chambers. তাঁর মতে, পিআরএ হলো এমন কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি যা গ্রামের দরিদ্র মানুষকে তাদের নিজেদের জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, অপরিচিত ব্যক্তি বা দলের সাথে আত্মবিশ্বাস, মতামত আদান-প্রদান এবং নিজস্ব সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে তাদের পরিকল্পণা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে দক্ষ করে তোলে।

বলা হয়ে থাকে যে, গুণাত্মক গবেষণায় বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে পিআরএ। পিআরএ পদ্ধতিতে অনেকগুলো টুলস্ ব্যবহার করা হয়। এরর মধ্যে পরিভ্রমণ (Transact), সামাজিক মানচিত্রায়ন (Social Mapping), সময়রেখা (Time line), ভেন-ডায়াগ্রাম (Venn Diagram), মৌসুমী দিনপঞ্জি (Seasonal Calendar) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যখন দ্রুত এবং স্বল্প ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ও গুণগত তথ্য প্রাপ্তির কার্যকর পদ্ধতির অনুপস্থিতি হয়ে ওঠে এবং প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা দৃষ্টি গোচর হয় তখন পিআরএ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞগণ উপলব্ধি করেন। পিআরএ'র টুলস্সমূহ সহজ প্রকৃতির হওয়ার সাধারণ মানুষ কর্তৃক সহজে বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে।

সমাজ গবেষণায় পিআরএ পদ্ধতিতে কৌশল হিসেবে ফোকাস দল আলোচনা (Focus Group Discussion) যা এফজিডি নামে পরিচিত এবং Key Informant Interview (KII) বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এফজিডি মূলত একটি দলীয় আলোচনা। ফোকাস দল আলোচনা বলতে সহজ কথায় উপযুক্ত অনুসন্ধান বিষয়ের উপর ক্ষুদ্র দলভূক্ত সচরাচর ৬ জন থেকে ১২ জন সদস্যগণের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারীর পরিচালনায় আলোচনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে একজন সঞ্চালক বা মধ্যস্থতাকারী, কয়েকজন অংশগ্রহণকারী, তথ্য লিপিবদ্ধকারী (Note taker) এবং বহিঃসদস্যদের দ্বারা তথ্য প্রদানে বিভ্রান্তি এড়াতে একজন গেট কিপিং-এ দায়িত্ব পালনকারী অংশগ্রহণ করেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাধারণ মানুষের মতামতের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অপর পক্ষে কেআইআই (KII), এর মাধ্যমে গবেষণা বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা অধিকতর দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং তথ্য সমৃদ্ধ তাঁদের নিকট থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ কৌশলে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা সংখ্যাত্মক তথ্যের যথার্থতা নির্ণয়ে সুবিধা হয়। তাছাড়া উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে এ ধরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের মতামতের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় যা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জরিপ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শুরুতে সমাজবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞান তথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরল করত। পরবর্তিতে সমাজবিজ্ঞানে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন সমাজবিজ্ঞানীগণ। বর্তমানে সমাজ গবেষণায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এগুলোর মধ্যে জরিপ, পিআরএ ও কেআইআই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক ঘটনাসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন সম্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জরিপ পদ্ধতি প্রধানত কয় প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার।

২। 'এফজিডি' এবং 'কে.আই.আই' কোন পদ্ধতির সাথে সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

(ক) এটি সংখ্যাত্মক গবেষণা (খ) পিআরএ পদ্ধতি

(গ) নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে অবস্থান করা (ঘ) পিআরএ পদ্ধতি।

ইউনিট-২ এর উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩ ঃ ১। ক ২। খ ৩। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে ৪। গুণাত্মক পদ্ধতির

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪ ঃ ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫ ঃ ১। ক ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. Science কোন ধরনের জ্ঞান?
ক. প্রযুক্তিগত জ্ঞান খ. নৈতিক জ্ঞান
গ. বিশেষ জ্ঞান ঘ. সাধারণ জ্ঞান

২. সমাজবিজ্ঞান কার্যকর গবেষণার জন্য কী অনুসরণ করে?
ক. পরীক্ষাগারে প্রমাণখ. গাণিতিক পদ্ধতি
গ. বৈজ্ঞানিক সূত্র ঘ. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. বিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য-
i. সর্বজনীন
ii. ব্যক্তিগত
iii. কারণিক
সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের কার্যকর ক্ষেত্র হচ্ছে–
(i) ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে
(ii) নিরক্ষর এবং দুর্বোধ্য ভাষার জনগোষ্ঠীর মধ্যে
(iii) ল্যাবরেটরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. ii ও iii গ. ii ঘ. i, ii, ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

দীপা ও নিপা দুই বান্ধবী। নিপা কয়েক দিন আগে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার একটি গ্রাম ঘুরে যায়। সেখানে একটি উপজাতীয় সমাজ বসবাস করে। তার এই অভিজ্ঞতা দীপাকে বলে। নিপার কথা শুনে দীপার মনে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। প্রশ্নের অনেক উত্তরই নিপার জানা নাই। নিপার ধারণা গ্রামের মানুষের সঙ্গে অবস্থান করে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। তাই দীপাকে অনুরোধ করে যে, তাকে নিয়েই নিপা উক্ত গ্রামে তথ্যানুসন্ধান করবে। আর তাতেই মিলবে অজানা প্রশ্নের উত্তর।

(ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী? ১
(খ) সমাজ গবেষণায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়? ২
(গ) উদ্দীপকে সামাজিক গবেষণার কোন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে? ৩
(ঘ) সমাজ গবেষণায় উক্ত পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা কি? ৪